OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 289 - 296
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতায় ডায়াসপোরা : শিকড়, স্মৃতি ও স্থানচ্যুতির নন্দনতাত্ত্বিক পাঠ

মিফতাহুল মোল্লা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: miftahulmollah135@gmail.com
0009-0003-9966-4105

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Ketaki Kushari Dyson, Diaspora, poetry, roots, memory, displacement, self-identity, cultural duality.

Abstract
Diaspora is an important theoretical field in contemporary literary studies. Diaspora literature reflects the multidimensional experience of migration, displacement, memory, self-identity and cultural reconstruction in literary and aesthetic form. In the poetry of Ketaki Kushari Dyson, one of the leading poets of Bengali diaspora literature, these experiences create a unique poetic language combining personal feelings and collective cultural memory. In Ketaki Kushari Dyson's poetry, deep attachment to motherland, search for roots, trauma of exile, crisis of linguistic identity, cultural duality and multicultural life-experience are intimately intertwined to create a unique aesthetic of diasporic consciousness. The present essay analyzes aesthetic representations of diasporic experience in the light of selected poems by Ketaki Kushari Dyson. An attempt has been made to uncover the underlying significance of his poetry, particularly through the interrelationship of roots, memory and displacement.

Discussion

ডায়াসপোরা বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত ধারণা। ডায়াসপোরা মূলত সেইসব মানুষের মানসিক অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে, যারা নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে অন্যদেশে বসবাস করে। নতুন পরিবেশে তারা নিজেদের জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও অতীতের স্মৃতি, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা তাদের চেতনার গভীরে স্থায়ীভাবে রয়ে যায়। ফলত, একদিকে তারা নতুন সমাজের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, অন্যদিকে নিজস্ব শিকড়, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাও বহন করে।

সাহিত্যে ডায়াসপোরা চেতনা অভিবাসী মানুষের মানসিক টানাপোড়েন, বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে। অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার সংঘাতে তাদের চিন্তা-চেতনা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত হয়। একই সঙ্গে অভিবাসীরা প্রায়ই সামাজিক বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ, সাংস্কৃতিক সংকট ও প্রান্তিকতার সম্মুখীন হয়। ফলত, ডায়াসপোরাদের মানসিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা তাদের ব্যক্তিজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবং অনেক সময় সমাজে গোষ্ঠীগত পক্ষপাত ও বিভাজনকেও তীব্র করে তোলে। গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সামাজিক শক্তিও এই পরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'ডায়াসপোরা' শব্দটির উৎপত্তি ইহুদিদের মাতৃভূমি থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা ভূখণ্ড থেকে মানুষের বিচ্ছুরণ বা ছড়িয়ে পড়া। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় এই শব্দটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের স্থানান্তর বা উপনিবেশ স্থাপন অর্থে ব্যবহৃত হত। ডায়াসপোরা বিষয়ক গবেষণায় উইলিয়াম সাফরানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, -

> "The Diaspora had a specific meaning: the exile of the Jews from their historic homeland and their dispersion throughout many lands, signifying as well the oppression and moral degradation implied by that dispersion."[১]

অর্থাৎ 'ডায়াসপোরা' কেবল ইহুদি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি এমন একটি বিশ্লেষণধর্মী ধারণা, যা যে-কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যদি তারা নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ডায়াসপোরার সাহিত্য মূলত স্থানচ্যুতি, অভিবাসন, চলাচল এবং 'অন্যতা'-র অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক। ডায়াসপোরার সাহিত্যে সংকরতা, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংকট, পরিচয়ের দ্বন্দ্ব, শিল্প-সাহিত্যের রূপান্তর এবং দ্বৈত চেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। আবার রবিন কোহেন ডায়াসপোরা সম্পর্কে বলেছেন, -

> "I amended the first stated feature by adding that dispersal from an original centre is often accompanied by the memory of a single traumatic event that provides the folk memory of the great historic injustice that blinds the group together. I adapted the penultimate characteristic to allow the case not only of the 'maintenance or restoration' of a homeland, but its very creation. This covers the cases of an imagined homeland that only resembles the original history and geography of the diaspora's natality in the remotest way."[২]

অর্থাৎ তিনি ডায়াসপোরাকে এমন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যারা নিজ জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য দেশে বসবাস করলেও তাদের আদি স্বদেশের সঙ্গে গভীর মানসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অটুট রাখে। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং লোকঐতিহ্যের মাধ্যমে সেই স্বদেশচেতনা তাদের স্মৃতি ও অনুভূতির ভেতর দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় থাকে। ফলে ডায়াসপোরা কেবল ভৌগোলিক স্থানান্তরের ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি স্মৃতি, পরিচয়, সংস্কৃতি ও আবেগের এক বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা।

আধুনিক ভারতীয় ডায়াসপোরার সাহিত্য মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে বিকশিত হতে শুরু করে। ডায়াসপোরা সাহিত্যধারার বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ভি এস নাইপল, সালমান রুশদি, ভারতী মুখার্জি, ঝুম্পা লাহিড়ী, উমা পরমেশ্বরন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা মূলত ইংরেজি ভাষাতেই তাদের ডায়াসপোরিক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার একাধিক ভাষাতেও লিখেছেন। পাশাপাশি অনেক সাহিত্যিক নিজের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাতেও নিজেদের ডায়াসপোরা জীবনের অভিজ্ঞতা অঙ্কন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, গোলাম মুরশিদ, সালেহা চৌধুরী, নবকুমার বসু, অমিতরঞ্জন বিশ্বাস, দিলারা হাশেম, আলোলিকা মুখোপাধ্যায়, আর্যনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই ধারারই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক হলেন কেতকী কুশারী ডাইসন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তাঁর জন্ম হলেও পারিবারিক সূত্রে তিনি পূর্ববঙ্গের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ফলত, শৈশবের সেই ভূগোল ও স্মৃতি তাঁর সাহিত্যচেতনায় ছাপ ফেলে। কৈশোর পর্যন্ত কলকাতাতেই তাঁর শিক্ষা ও বেড়ে ওঠা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার যেমন তাঁর মননকে সমৃদ্ধ করে, তেমনই পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের সৃষ্টিও তাঁর সাহিত্যবোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেতকী কুশারী ডাইসন এমন এক বহুমাত্রিক সাহিত্যস্রষ্টা। তিনি সমান দক্ষতায় বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন। উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, গবেষণা এবং অনুবাদ সাহিত্যের নানাবিধ শাখায় তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কবিতা, প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক রচনা তিনি দুই ভাষাতেই লিখলেও উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নাটক রচনা করেছেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রধানত বাংলায়। তাঁর মতে, প্রতিটি ভাষাই পৃথিবীকে দেখার একটি স্বতন্ত্রজানালা; প্রতিটি ভাষার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ আছে। ভাষা কোনো স্থিরসত্তা নয়; বরং তা পরিবর্তনশীল ও প্রবহমান। ফলে একটি ভাষায় প্রকাশিত ভাব বা অভিজ্ঞতা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হলে তার অর্থ, ব্যঞ্জনা ও অনুভবের প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মতো কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতাতেও অভিবাসী জীবনের ডায়াসপোরিক চেতনা গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে তিনি 'একজন অভিবাসী কবির জীবন : কিছু ব্যক্তিগত কথা' প্রবন্ধে বলেছেন,-

> "অভিবাসনের দরুন আমার জীবনের নকশায় যে-জটিলতা, সেটা নিশ্চয় আমার লেখায় প্রতফলিত হয়।"[৩]

তাঁর রচনায় ডায়াসপোরারা কেবল ভৌগোলিক অর্থেই নয়, সামাজিক ও মানসিক স্তরেও নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এক অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়। আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রে বসবাসের সময় তারা প্রায়শই 'অপর' বা 'ভিন্ন' পরিচয়ে চিহ্নিত হয়। ফলত, নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে তাদের পরিচয়বোধ ক্রমাগত পুনর্নির্মিত ও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও মাতৃভূমির স্মৃতি, অতীতের প্রতি আকর্ষণ এবং শিকড়ের টান তাদের চেতনায় অবিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় থাকে। শরণার্থীসুলভ অভিজ্ঞতা, স্মৃতিচারণ, নস্টালজিয়া, বেদনার অনুভব এবং নানা পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহারের মাধ্যমে তারা হারিয়ে যাওয়া স্বদেশের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

ডায়াসপোরার লেখকের সৃজনভুবনে স্থানান্তরের অভিজ্ঞতা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। স্বদেশ থেকে প্রবাসে গমনের ফলে তাদের রচনায় অতীতের স্মৃতি, স্বদেশের নস্টালজিয়া এবং পরিচয়ের সংকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতাতেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। তিনি কবিতার নান্দনিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নির্বাসন, বিচ্ছিন্নতা ও পরিচয়-সংকটের জটিল বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডায়াসপোরার মানুষ কীভাবে নতুন সমাজে নিজের অবস্থান নির্মাণ করে এবং একই সঙ্গে স্বদেশের স্মৃতি ও নতুন পরিবেশের বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করে। তাঁর কবিতায় ডায়াসপোরার মানুষের পরিচয়-সংকট, আত্মঅন্বেষণ এবং দ্বৈত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপিত। বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতায় ডায়াসপোরাদের শিকড়, স্মৃতি, স্থানচ্যুতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ বিশ্লেষণ করা।

ডায়াসপোরার মানুষের জীবন মূলত দ্বৈত সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। তারা একই সঙ্গে দুটি সংস্কৃতির প্রভাবের অধীনে জীবনযাপন করলেও এই অবস্থান সবসময় সহজ বা স্বস্তিদায়ক নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন দেশেও সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ হতে পারে না। ফলে পরিচয়-সংকট, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা, প্রান্তিকতার অনুভূতি এবং বৈষম্যের অভিজ্ঞতা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। কেতকী কুশারী ডাইসনের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য সাধনা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর জীবনানুভবই তাঁর সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বাংলা ডায়াসপোরা সাহিত্যচর্চার অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে তিনিই প্রথম সুসংগঠিতভাবে এই ধারার গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন বাংলা ডায়াসপোরা সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে নানা সংশয় দেখা দেয় তখন তিনি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'একজন অভিবাসী কবির জীবন : কিছু ব্যক্তিগত কথা' প্রবন্ধে নিজেকে একজন অভিবাসী কবি হিসেবে আত্মপরিচয় দেন, -

> "নিবাসগত বিচারে কয়েক দশক ধ'রে আমি একজন অভিবাসী বাঙালী। এই 'অভিবাসী' শব্দটার আগে বেশী দেখতাম না, নিজেও ব্যবহার করতাম না। আজকাল এ শব্দ ব্যবহার না ক'রে উপায় নেই।"[৪]

আবার 'দেশ আর বিদেশ : বাংলা ডায়াস্পোরার কয়েকজন সাহিত্যিক' প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, একজন দেশান্তরিত লেখকের বিবর্তনে প্রথমে 'প্রবাসী' লেখক হওয়া, তারপর তা থেকে 'ডায়াস্পোরিক' লেখকে রূপান্তরিত হওয়া-এর মধ্যে একটা কালসাপেক্ষ প্রক্রিয়ার ব্যাপার আছে।"[৫]

পরবর্তীকালে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অনুষ্ঠিত এক বাঙালি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি 'ডায়াসপোরা' ধারণাটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। সেখানে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের মাতৃভাষাভিত্তিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহিত্যচর্চার একটি সামগ্রিক চিত্র তিনি উপস্থাপন করেন এবং ঔপনিবেশিক যুগ থেকে সমকাল পর্যন্ত বাংলা ডায়াসপোরা সাহিত্যের বিকাশধারাকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বাংলা ডায়াসপোরা সাহিত্যকে কেবল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অভিবাসী বাঙালিদের জীবনযাপন, মানসিকতা, চিন্তার জগৎ এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের বহুমাত্রিক রূপ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অভিবাসী লেখকদের মধ্যে প্রচলিত বিভাজন বা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তাঁর দৃষ্টিতে লেখকের সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারিত হয় সৃষ্টিশীলতার গুণে, আকার বা খ্যাতির পরিমাপে নয়। তিনি বিশেষভাবে তাঁদের সাহিত্যচর্চার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, যাঁদের রচনা তাঁর অনুভূতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সহমর্মিতা, আত্মীয়তার বোধ, অভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং সম্মিলিত অস্তিত্বচেতনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই গোষ্ঠীগত পরিচয় ডায়াসপোরা লেখকদের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা। কেতকী কুশারী ডাইসনের সাহিত্যকর্ম বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষাগত পরিসরে অত্যন্ত বিস্তৃত হলেও তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে এবং তিনি নিজেকেও মূলত একজন কবি হিসেবেই চিহ্নিত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

কেতকী কুশারী ডাইসনের কাব্যগ্রন্থসমূহ কালানুক্রমিকভাবে বিশ্লেষণ করলে তাঁর ব্যক্তিজীবন, ইতিহাস-সচেতনতা এবং বহির্জগতের পরিবর্তনের পাশাপাশি অন্তর্জগতের বিকাশ, রূপান্তর ও আত্মঅনুসন্ধানের ধারাবাহিকতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার একস্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তরণের যে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা, তারই শিল্পিত প্রতিফলন তাঁর কবিতায় লক্ষ করা যায়। সৃজনের আদিম উৎস থেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হননি। বরং নিজের শিকড় ও স্বাতন্ত্র্যকে অটুট রেখেই অগ্রসর হয়েছেন। ফলে সেই গভীর প্রোথিত শিকড়ই তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র নন্দনরূপ নির্মাণ করে। কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিসত্তা ও লেখকসত্তার বিকাশ প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কৈশোরের সতেজ অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির উপযোগী মানসিক আবহ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বল্কল’-এর কবিতাগুলিতে নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকেই তাঁর কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগের সুষম সমন্বয় লক্ষণীয়। জীবনের যেকোনো ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা বা দৃশ্যকে তিনি কখনও অবহেলা করেননি। বরং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বিশদ বর্ণনা এবং ভাষার নান্দনিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রিয় কবি বুদ্ধদেব বসুর উত্তরসূরি। যদিও সমকালীন আরও কয়েকজন কবির প্রভাবও তাঁর রচনায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যজগতে হাতেখড়ি। ‘বল্কল’ কাব্যগ্রন্থের ‘পিছুটান’ কবিতায় কবি ফেলে আসা মাতৃভূমির একটুকরো ছবি অঙ্কন করেছেন, -

“ঘোড়ার গাড়ির শব্দ; মা, বাবা, আর আমি,
আর চাকার তালে সজাগ ঘুমের ঘোর।
তার আগে স্মৃতি নেই। শূন্যতার পটভূমিকায়
প্রথমে এই ছবি, তারপর একতলা বাড়ি।”[৬]

পরবর্তী সময়ে কলকাতায় বেড়ে ওঠা, নগরজীবনের পরিবর্তন, প্রেম, বিচ্ছেদ, বিষণ্ণতা এবং দেশত্যাগের অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় গভীর ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবনের সূচনাকাল তাঁর সৃষ্টিশীল মননকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর ‘অ্যাক্সিলরেশন’ কবিতার সূচনাতেই সেই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, -

“এলাম হাজার মাইল তোমার শহর থেকে দূরে,
বিরাট ভারতবর্ষ ধূ ধূ করে ভাদ্রপূর্ণিমায়,
ছায়াচ্ছন্ন মাঠ-বন শুয়ে আছে পূর্ণ স্তব্ধতায়,
শয়তান আমাকে খায় অনন্ত ছুরিতে কুরে কুরে।”[৭]

এই কবিতাংশে যেন পাখির চোখে পৃথিবীকে অবলোকনের এক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নির্মিত হয়েছে। অপরদিকে যেন আকাশে উড্ডীয়মান বিমানের উচ্চতা থেকে সমগ্র ভূদৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের ‘হাজার বছর আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’ পঙক্তির স্মৃতি জাগ্রত হয়। তবে এখানে কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য বা পরিণতির ইঙ্গিত নেই। বরং পৃথিবীকে অতিক্রম করে চলমান যাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনের গতি ক্রমাগত ত্বরান্বিত হতে থাকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফলে দেশ-কাল-সীমা অতিক্রম করে অতীতের পৃথিবী ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে, আর কলকাতায় ফেলে আসা অসমাপ্ত সংলাপ, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা কিংবা কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্কের বেদনাও এক অনিবার্য অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। ফলত, 'ইন্দুমতীর জন্য' কবিতাটি এক অদৃশ্য আত্মার ন্যায় ঘুরে বেড়ানোর অনুভূতি সৃষ্টি করে, -

"রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে শ্যামশম্প ট্র্যামের রাস্তায়
রেখেছি সযত্নে ধ'রে সিনেমার মতো যত ছবি।"[৮]

কিংবা 'শীতের শহর' কবিতার স্মৃতিচারণ, -

"শেষ ট্র্যাম থেমে যায়,
কালীঘাটে ঘরে ফেরে কেঁপে কেঁপে হাড়ভাঙা বাস,
শেষ রিক্‌শা ঠন্‌ ঠন্‌ সদানন্দ রোডে-
নিভৃতে তখন
সুর ক'রে কাঁদে হর্ন মসৃণ গাড়ির।"[৯]

দুটি ভিন্ন ভূখণ্ডের ব্যবধান, শীতপ্রধান দেশের জানালায় জমে থাকা বরফ, নীরব বৃক্ষরাজি এবং আপন ঘরের অন্তরঙ্গ উষ্ণতার প্রতি আকুল টান-এই সমস্ত অনুভূতি মিলিত হয়ে 'প্রবাসের উক্তি' কবিতাটি গভীর আবেগের জন্ম দিয়েছে, -

"আমি তবু অহর্নিশ অন্তহীন যমুনায় মরি।"[১০]

অন্যদিকে 'নববর্ষ' কবিতায় হারিয়ে যাওয়া প্রেমের যন্ত্রণা আরও সুস্পষ্ট ও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। প্রিয়জনের অনুপস্থিতি যেন অবশ্যম্ভাবী নিয়তিতে রূপান্তরিত হয়, -

"তার পায়ের ছাপও
বরফ পড়ে অলক্ষ্যে মিলালো।"[১১]

এখানে দুটি ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সময় এবং ভিন্ন ঋতুচক্র পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক অনন্য মানসিক আবহ নির্মাণ করে। আবার 'ভ্রমণ' কবিতাটিকে একই সঙ্গে বাস্তব ও স্মৃতিনির্ভর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বহুমাত্রিক করে তোলে। গ্রিসের সোনালি আলোকময় বিকেল থেকে ইংল্যান্ডের পাথুরে ডাকঘর, সন্ধ্যার নিস্তব্ধ গ্রামীণ পথ-এই সমস্ত দৃশ্য অতিক্রম করে মন ফিরে আসে ব্যস্ত ও কোলাহলমুখর কলকাতায়। বাসের গর্জন, লেমনেড, সিগারেট, শান্তি এবং রেডিওতে ভেসে আসা রবীন্দ্রসংগীত - সবমিলিয়ে স্মৃতির অ্যালবামে জমে থাকা ছায়াচিত্রের মতো একের পর এক দৃশ্য উন্মোচিত হয়, -

"বালিগঞ্জের লেকের জলে ড্যানিয়ুবের নীলাঞ্জন।"[১২]

আবার 'বেহাগ-ললিত' কবিতায় কবি উচ্চারণ করেছেন, -

"মনে পড়ছে কলকাতায় লেকের দিকে যেতে
তখন অনেক নতুন কোঠাবাড়ি উঠছে,
লাল সন্ধ্যায় দেখেছিলাম এক দিনক্লান্ত বিহারী মজুরকে।"[১৩]

'সবীজ পৃথিবী' কেতকী কুশারী ডাইসনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই সংকলনের কবিতাগুলি পাঠ করলে স্পষ্ট হয় যে, 'সবীজ পৃথিবী' তাঁর প্রবাসজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও আত্মউপলব্ধির শিল্পিত প্রকাশ। বিবাহোত্তর সময়ে তিনি ধীরে ধীরে বিদেশের মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, সংসার গড়ে তোলেন এবং বাড়ি, বাগান ও প্রকৃতির সঙ্গে এক নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্মাণ করেন। ফলত, নতুন ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁর মানসিক শিকড়ও ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠে। ছাত্রজীবনের অনিশ্চয়তা ও অস্তিত্বসংকট অনেকটাই প্রশমিত হলেও জন্মভূমি বাংলার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্মৃতি তাঁকে অবিরাম আলোড়িত করে। তাই বিদেশের অপরিচিত প্রকৃতির মধ্যেও তিনি আপন শৈশব ও স্বদেশের পরিচিত আবহকে খুঁজে পান। 'হানিসাক্‌ল্‌' কবিতায় হানিসাক্‌ল্‌ লতার সুবাস ও ছায়া কবিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান বাংলার বহুচেনা গাছপালার স্মৃতিতে, -

"বাপের বাড়ির লেবুপাতা,
শ্বশুরবাড়ির দই,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমের বনে হাওয়ার আমেজ,
গন্ধ–আতপ কই?”[১৪]

ইংল্যান্ডের স্যাঁতসেঁতে শীতল আবহাওয়ায় ‘সর্দি’ একটি নৈমিত্তিক অথচ কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা। শীতের তীব্রতা শরীরের গভীরে প্রবেশ করলে মানুষের মধ্যে যেন একধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি জন্ম নেয়। ‘সর্দি’ কবিতায় সেই অবসন্ন মুহূর্তে দূরদেশের পরিচিত গাছপালা ও স্বদেশের স্মৃতিগুলি আবারও মনের দরজায় কড়া নাড়ে, -

“আমার ঘ্রাণশক্তির বন্ধ দরজায়
করাঘাত করতে লাগলো অতীতের বন্ধুদের মতো পরিচিত গন্ধেরা।”[১৫]

কিংবা ‘মফস্বলী’ কবিতায় কবির স্মৃতিচারণ, -

“ভাত-পেটে ছোটা দিশেহারা ভিড়ে
সাড়ে দশটার শিয়ালদা-মোড়ে
আবার কখন জনতাকীর্ণ বিবর্ণদেহ হ্যারিসন রোডে
আরব্ধ হবে ছাত্রজীবন ম্লান দেওয়ালের তরুণ স্বপ্নে-
অসংখ্য ক্রেতা, বিক্রেতা, হায় ভারাতুর বিদ্যাবিপণি!”[১৬]

এইভাবে স্মৃতি কবির চেতনায় স্বদেশ ও প্রবাস-দুটি ভিন্ন ভূগোলকে এক অভিন্ন অনুভূতির পরিসরে যুক্ত করে।

একই প্রবণতা তাঁর খাদ্যাভ্যাসেও লক্ষণীয়। কেতকী কুশারী ডাইসন বরাবরই বিভিন্ন দেশের খাদ্যসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং দেশীয় ও বিদেশি স্বাদের সমন্বয়কে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, যেমন একটি বীজ নতুন মাটিতে শিকড় বিস্তার করে ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, তেমনই ডায়াসপোরার মানুষের জীবনও নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গড়ে ওঠে। এই আত্মীকরণের রূপকটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে ‘হিন্দোল’ কবিতায়, -

“গত শীতে আমি কতগুলো
কমলালেবুর বিচি গিলে ফেলেছিলাম
বসন্তে আমার মধ্যে
একটা আস্ত কমলালেবু গজিয়ে উঠলো।”[১৭]

কবি বিদেশের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কখনই নিজের স্বদেশসত্তাকে বিস্মৃত হননি। বরং তিনি নিজের অন্তরে বহন করে চলেছেন জন্মভূমির স্মৃতি, তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সমকালীন অভিজ্ঞতার গভীর অনুরণন। এই দ্বৈত সত্তার অভিজ্ঞতাই তাঁর কাব্যিক উচ্চারণে প্রকাশ পেয়েছে, -

“দুই জগতের মাঝখান দিয়ে আমি যখন হেঁটে যাই,
তখন তিন–রকম আলো থেকে আমার তিন-রকম ছায়া
আমাকে অনুসরণ করে।”[১৮]

আবার ‘হালচাল’ কবিতায় কবিকে ছেড়ে আসা মাতৃভূমিকে স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায়, -

“ধানক্ষেতের দেশ।
জল মাটির সায়া আর ধানের শাড়ি পরা দেশ।”[১৯]

বিদেশের মাটিতে একটি ফুলের প্রস্ফুটন কবির কাছে যেন মাতৃভাষায় কবিতা রচনারই সমার্থক হয়ে ওঠে। ফলত, তিনি কেবল একটি কবিতার নয়, একটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন ‘দোলনচাঁপায় ফুল ফুটেছে’। এই ফুলকে কেন্দ্র করে তাঁর আরও দুটি কবিতা রয়েছে। সেখানে জানা যায়, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেও যখন গাছটিতে ফুল ফোটেনি, তখন কবি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ফুল ফোটার মুহূর্তে সেই নীরব, সংযত অথচ গভীর ভাষা তাঁর সমস্ত দুঃখ, ক্ষোভ ও অপমানকে যেন মুছে দেয়। তখন বিস্মিত কবি প্রশ্ন তোলেন, -

“বিশ্বের কোন্ নেটিভিটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই জন্মের চেয়ে বেশী পবিত্র, বেশী প্রতীকী?"[২০]

আবার 'ঘর' কবিতায় কবি প্রশ্ন তুলেছেন, -

"আচ্ছা আমার কি কোনো কালে ঘর ছিলো
সদরে বা অন্দরে?
রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘর, শোবার ঘর,
বা কুমড়োর লতা, দিঘির ধার, বাতাবী লেবুর গাছ,
ঐ ধরণের কিছু?"[২১]

প্রতিকূল পরিবেশেও যেমন একটি গাছ তার মূল পরিচয় বিস্মৃত হয় না, তেমনই মানুষও তার মাতৃভাষা ও স্বদেশচেতনাকে সহজে হারিয়ে ফেলে না। অক্সফোর্ডের উপকণ্ঠে বসেও কবি যেমন বাংলা কবিতার পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন, তেমনই দূরদেশে অবস্থান করেও বারবার ফিরে গেছেন স্মৃতির বাংলায়। ইংল্যান্ডের কোনো শান্ত বিকেলে শরতের আবহ অনুভব করতে করতে কিংবা চেস্টারটনের গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে কবির মনে ভেসে উঠেছে বাংলার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের স্মৃতি, মে - জুন মাসের সোনালি রৌদ্র এবং স্বদেশের দীর্ঘদিনের চেনা আবহ। এই স্মৃতিমেদুরতা ক্রমাগত তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর ফেলে আসা মাতৃভূমিতে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কুড়ি মাইলের কবিতা'-র পঙ্‌ক্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, -

"এখন আমাদের মে মাস। দোহাই তোমাদের,
ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের কথা মনে ক'রে বোসো না আবার।"[২২]

কেতকী কুশারী ডাইসন কেবল একজন ডায়াসপোরার কবি হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেননি। বরং ডায়াসপোরিক সত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরূপেও স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করেছেন। তাঁর কাব্যে ডায়াসপোরা জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে থাকে বহুদিন আগে ছেড়ে আসা স্বদেশের স্মৃতি, স্থানচ্যুতির গভীর বোধ, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা এবং শিকড়ে ফিরে যাওয়ার অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেতকী কুশারী ডাইসন 'দেশ আর বিদেশ : বাংলা ডায়াস্পোরার কয়েকজন সাহিত্যিক' প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "ডায়াস্পোরার জীবনে অনবরত আসা-যাওয়ার টানাপড়েনের মাধ্যমে ক্রমশঃ এক বিশেষ টেনশনকে আমরা অন্তঃস্থ ক'রে নিতে শিখি, যাকে আমরা বহন করি আমাদের শিরায় শিরায়, সত্তার বায়বীয় পরিমণ্ডলে তথা চেতনার অন্তরতম প্রদেশে। তখন আমরা যেখানেই থাকি সেখানেই আমাদের দুটো দেশও আমাদের সাথে সাথে থাকে, একটা চোখের সামনে, অন্যটা সূক্ষ্মদেহে।"[২৩]

ফলত, তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে নস্টালজিয়া, পরিচয়-সংকট, স্বদেশচেতনা, নির্বাসিত জীবনের বেদনা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। আর এই উপাদানগুলিই তাঁর কাব্যকে ডায়াসপোরিক অভিজ্ঞতার এক গভীর ও বহুমাত্রিক শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

Reference:

১. Lahiri, Himadri. Diaspora theory and transnationalism. Orient Blackswan, 2019, pp. 1
২. Kar, Angshuman. Reception of Indian Diaspora in india. Worldview publications, 2023, pp. 10
৩. ডাইসন, কেতকী কুশারী, একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রচর্চা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, এবং মুশায়েরা, ২০০০, পৃ. ১৮৩
৪. তদেব, পৃ. ১৮২
৫. ডাইসন, কেতকী কুশারী, কাছে-দূরের কক্ষপথে, কারিগর, ২০১৫, পৃ. ৯২
৬. ডাইসন, কেতকী কুশারী, কবিতা সমগ্র-১, সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃ. ৩
৭. তদেব, পৃ. ২৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 34
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 289 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৮. তদেব, পৃ. ৩৮
৯. তদেব, পৃ. ৫২
১০. তদেব, পৃ. ৪১
১১. তদেব, পৃ. ৪৪
১২. তদেব, পৃ. ৫৭
১৩. তদেব, পৃ. ৯০
১৪. তদেব, পৃ. ৬৫
১৫. তদেব, পৃ. ৮৪
১৬. তদেব, পৃ. ৫৩
১৭. তদেব, পৃ. ৯৪
১৮. তদেব, পৃ. ৯৫
১৯. তদেব, পৃ. ১১১
২০. ডাইসন, কেতকী কুশারী, কবিতা সমগ্র-২, সিগনেট প্রেস, ২০১৬, পৃ. ৬২
২১. ডাইসন, কেতকী কুশারী, কবিতা সমগ্র-১, সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃ. ১১৩
২২. ডাইসন, কেতকী কুশারী, কবিতা সমগ্র-২, সিগনেট প্রেস, ২০১৬, পৃ. ৩১
২৩. ডাইসন, কেতকী কুশারী, কাছে-দূরের কক্ষপথে, কারিগর, ২০১৫, পৃ. ৯৩